দৈনিক বাংলা

015
৩০৪

তারিখ ১.৫।৫।৮১
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বই

জনশিক্ষা পরিদফতর আগামী সপ্তাহ থেকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই ও পোশাক বিতরণ শুরু করবে। ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৭ জন শিক্ষার্থী এক সেট করে বই পাবে ও দুই সেট করে পোশাক পাবে তিন লাখ ৩৮ হাজার ৭০৯ জন ছাত্রী। এরা সবাই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুস্তক ও পোশাক বন্টনের এই পদক্ষেপকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত কম। প্রধানতঃ দারিদ্র্যই এর কারণ। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক মাতা-পিতার পক্ষেই তাদের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ—যেমন বই-খাতাপত্রের দাম ও তাদের পোশাক-আশাক দেয়া সম্ভব হয় না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সব শিশুর প্রাথমিক বিদ্যাটুকু অর্জনের ভাগ্য হয় না। এদের মধ্যে এমন অনেক শিশু আছে যারা অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু দারিদ্র তার মেধার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি ঐ সব অভাবগ্রস্ত শিক্ষার্থী বিনামূল্যে বই ও পোশাক লাভ করতে পারে তাহলে তাদের শিক্ষা লাভের পথে নিঃসন্দেহে একটা বড় বাধা দূর হয়ে যাবে।

সরকার দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। নিরক্ষরতা মোচনের জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মকান্ড চলছে। তাতে ইতিমধ্যে বিরাট সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই ও পোশাক বন্টনের পদক্ষেপও শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার পথে দারিদ্রজনিত বাধা বহুলাংশে দূর করা যাবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে।

প্রাপ্ত সংবাদে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকেই বিনামূল্যে বই ও পোশাক সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। এর জন্য বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় হবে, সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও আমরা এই ব্যবস্থাটি অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যায় কিনা কর্তৃপক্ষকে তা [redacted] সঙ্গে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাব।

এ প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি বক্তব্য এই যে বই বা পোশাক বন্টনের ক্ষেত্রে যেন কোনোপ্রকার দুর্নীতি, গাফিলতি ও কারচুপি না হয়, কর্তৃপক্ষকে সে ব্যাপারে গোড়া থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।